গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং-৪৫.১৫৫.১১৪.০০.০০.০১৪-২০১১-৫৪৪ তারিখঃ ০৭-০৮-২০১৯ খ্রিঃ

পরিপত্র

বিষয়ঃ **ডেংগু পরিস্থিতি মোকাবেলায় পবিত্র ঈদ-উল-আযহা, ২০১৯ এর ছুটিকালীন স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থাপনা।**

বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত কারণে চলতি বছরে উষ্ণমন্ডলীয় অনেক দেশের মত আমাদের দেশে এডিস মশা বাহিত ডেঙ্গু রোগের প্রকোপ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, জরুরী স্বাস্থ্যসেবা সার্বক্ষনিক চালু রাখা এবং সাপ্তাহিক ছুটিসহ অন্যান্য ছুটির দিনে চিকিৎসা সেবার সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জরুরী বিভাগে দায়িত্ব পালন করার উদ্দেশ্যে গত কয়েক বছর ধরে পবিত্র ঈদের ছুটিকালীন বিশেষ আদেশে সীমিত পরিসরে আউটডোর খোলা রাখা হচ্ছে। বিদ্যমান ডেংগু পরিস্থিতির সংকটজনক অবস্থায় এ বছর জরুরী ও অন্তঃবিভাগ সেবা অব্যাহত ভাবে চালু রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে এতদ্বারা ছুটিকালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নিম্নরুপ নির্দেশনা প্রদান করা হলোঃ

১. **সাধারন নির্দেশনা সমূহ:**

(১) ছুটিকালীন সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের জরুরী বিভাগ ও অন্তঃবিভাগ সার্বক্ষনিক চালু থাকবে;

(২) জরুরী চিকিৎসা সেবা কার্যকরী করার জন্য জরুরী চিকিৎসা সেবার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিভাগ (প্যাথলজি, কার্ডিওগ্রাফী, রেডিওলজি ইত্যাদি) এর কার্যক্রম চলবে;

(৩) জরুরী সেবা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য সহায়ক স্টাফ (যেমন ওয়ার্ডবয়, ক্লিনার) দায়িত্ব পালন করবেন;

(৪) ছুটিকালীন সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্মস্থলে উপস্থিত থাকবেন। তিনি ছুটিতে থাকলে উপযুক্ত ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত দায়িত্ব পালন করবেন;

(৫) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার সারা দেশের উৎসব ছুটিকালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সমন্বয় করবে;

(৬) আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় হাসপাতালে আগত রোগী, কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী, হাসপাতাল ও যন্ত্রপাতির নিরাপত্তার জন্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন;

(৭) ছুটিকালীন হাসপাতালে চিকিৎসকসহ অন্যান্য সেবা প্রদানকারীদের রোষ্টার ভিত্তিক উপস্থিতি নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ্য গ্রহন করতে হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী হাসপাতালে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বাধ্যতামূলকভাবে কর্মস্থলে অবস্থান করতে হবে এবং কর্তৃপক্ষের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে;

(৮) যে সব হাসপাতালে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ক্যাফেটেরিয়া/ক্যান্টিন এবং রোগী সেবায় ফার্মেসী আছে সে সকল প্রতিষ্ঠানে ছুটিকালীন ক্যাফেটেরিয়া/ক্যান্টিন এবং রোগী সেবায় ফার্মেসী খোলা রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে;

(৯) হাসপাতালে ইতোমধ্যে চালুকৃত 'Dengue Help Desk' ঈদের ছুটির সময়েও সার্বক্ষনিক চালু রাখার ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে;

(১০) ছুটির সময়ে হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগ নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সকল পরীক্ষা (যেমন-NS1 autigen, IgG/Igm Antibody for Deugae, CBC প্রভৃতি) নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে;

(১১) হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ঔষধের মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে;

(১২) হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক সার্বক্ষনিক সেবা প্রদানের জন্য প্রস্তুত রাখতে হবে;

(১৩) হাসপাতালের ডেঙ্গু রোগীর ব্যবস্থাপনায় 'National Guideline For Management of Syndome' অনুসরন নিশ্চিত করতে হবে;

(১৪) হাসপাতালে জটিল ও গুরুতর রোগীদের রেফার করার জন্য ছুটির সময়ে এ্যাম্বুলেন্স সেবা নিশ্চিত করতে হবে;

(১৫) যেসব ডেঙ্গু রোগীদের চিকিৎসার পর বাড়ীতে প্রেরন করা হবে তাদের Warnging signs সম্পর্কে কাউন্সিলিং করতে হবে এবং কোন Warnging sign দেখা দিলে জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে ভর্তির নির্দেশনা দিতে হবে;

(১৬) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং সমূহ ছুটি সময়কালে রোষ্টার ভিত্তিতে জনবল নিয়োজিত করে ডেঙ্গু রোগীর চিকিৎসাসহ সেবা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেবে। ছুটির সময়ে সীমিত আকারে আউটপেসেন্ট সেবা অব্যাহত রাখতে হবে;

(১৭) কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে খোলা রাখার বিষয়ে কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাষ্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যালয় থেকে জারীকৃত স্মারক নং ক:কিল:স্বা:স:ট্রা:/প্রশাসন-০২/২০১৯/১০৭ তারিখ: ০৪/০৮/২০৫৯ অনুসরণ করতে হবে;

(১৮) যে কোন প্রয়োজনে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কন্ট্রোল রুমমে যোগাযোগ করতে হবে; এবং

(১৯) সকল সরকারি হাসপাতালে ডেঙ্গু পরীক্ষার ও চিকিৎসার প্রয়োজনীয় উপকরণ (কীটস) মজুদ ও সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

২. **উপজেলা পর্যায়ে উপজেল স্বাস্থ্য কমপেয়ক্স, ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিক সমূহ :**

(১) ছুটিকালীন সময়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আউটডোরে সার্ভিস সীমিত আকারে খোলা থাকবে (ঈদের দিন ব্যতীত) জরুরী স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী, রোগীবান্ধব ও সুসংগঠিত করতে হবে;

(২) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেয়ক্সে ছুটিকালীন নিম্নোক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে;
(!) সার্বক্ষনিক (২৪ ঘন্টা) ইসিজি, আরবিএস (গ্লুকোমিটার), ব্লাড গ্রুপিং ও ক্রস ম্যাচিং ;
(!!) সকাল ১০ টা থেকে রাত ৯.০০ টা পর্যন্ত সিবিসি, ইউরিন আর/এম/ই, ক্রিয়েটিনিন এক্সরে;

(৩) ছুটিকালীন অন্ত:বিভাগে, জরুরী বিভাগ এবং ওটিতে পর্যাপ্ত পরিমানে ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা রাখতে হবে; এবং

(৪) স্বাভাবিক প্রসূতি কার্যক্রম চলবে। এছাড়া যে সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেয়ক্সে ইওসি সার্ভিস চালু আছে, সেখানে ছুটিকালীন সময়ে আবশ্যিকভাবে গর্ভকালীন ও প্রসূতিসেবা চালু রাখতে হবে। প্রয়োজনে গাইনী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং এ্যানেসথেসিয়া চিকিৎসক অন-কলে এই সেবা প্রদান করবেন।

৩. **ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যায়:**

ঈদের দিন ব্যতীত ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিক সীমিত আকারে খোলা থাকবে।

৪. **জেলা কন্ট্রোল রুম:**

(১) সিভিল সার্জন ছুটিকালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সমন্বয় করবেন;

(২) উৎসব ছুটিকালীন সিভিল সার্জন অফিসে কন্ট্রোলরুম চালু থাকবে। কন্ট্রোলরুম জেলার জরুরী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা মনিটর করবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা প্রদান করবে;

(৩) সংশ্লিষ্ট জেলার সদর উপজেলার ইউএইচএফপিও কন্ট্রোল রুমের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন;

(৪) মেডিকেল অফিসার (সিভিল সার্জন) কন্ট্রোল রুমের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন; এবং

(৫) সিভিল সার্জন কার্যালয়ের অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ (যেমন: প্রধান সহকারি, পরিসংখ্যানবিদ, অফিস সহকারি, অফিস সহায়ক) সহায়ক জনবল হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৫. **জেলা সদর হাসপাতাল সমূহ:**

(১) জেলা সদর হাসপাতালে ঈদের ছুটিকালীন আউটডোর সার্ভিস সীমিত আকারে খোলা থাকবে (ঈদের দিন ব্যতীত)। ইমারজেন্সী বিভাগে একসাথে রোষ্টারের মাধ্যমে প্রতি শিফটে ২জন করে চিকিৎসককে কর্তব্যরত রাখতে হবে;

(২) জেলা সদর হাসপাতালে ছুটিকালীন নিম্নোক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে:
(i) সার্বক্ষনিক(২৪ ঘন্টা) ইসিজি (ইমারজেন্সীতে এবং ইনডোরে), আরবিএস (গ্লুকোমিটার), ব্লাড গ্রুপিং ও ক্রস ম্যাচিং;
(ii) সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সিবিসি, গ্লাইকোসাইলেটেড হিমোগ্লোবিন, ইউরিন আর/ই, ক্রিয়েটিনিন, লিপিড প্রোফাইল, এক্সরে;

(iii) জেলা সদর হাসপাতালে অন-কলে আল্ট্রাসনোগ্রাম করার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। এতে করে ইওসি সার্ভিস অধিকতর কার্যকর হবে।

(৩) সার্জারী বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের নেতৃত্বে 'কোড রেড টীম' যা 'Mass Casuality' (সড়ক দুর্ঘটনা, ভূমিধ্বস/পাহাড়ধ্বস, অগ্নিকান্ড ইত্যাদি) এর সময় দায়িত্ব পালন করবে;

(৪) ইওসি সার্ভিস সম্পূর্ণরূপে চালু থাকবে;

(৫) স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় প্রতি বিষয়ে একজন করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সার্বক্ষনিক অন-কলে দায়িত্বরত থাকবেন; এবং

(৬) জেলা সদর হাসপাতালে ছুটিকালীন সময়ে অন্তঃবিভাগে পর্যাপ্ত পরিমানে ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬. মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/বিশেষায়িত হাসপাতাল সমূহ:

(১) মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/বিশেষায়িত হাসপাতালে ঈদের ছুটিকালীন আউটডোর সার্ভিস সীমিত আকারে খোলা থাকবে (ঈদের দিন ব্যতীত);

(২) পরিচালক সেন্ট্রাল রোষ্টারের মাধ্যমে প্রতি বিভাগে সার্বক্ষনিক চিকিৎসা কার্যক্রম চালু রাখার ব্যবস্থা গ্রহন করবেন;

(৩) মেডিকেল কলেজে সার্জারী বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের নেতৃত্বে 'কোড রেড টীম' থাকবে যা 'Mass Casuality' (সড়ক দুর্ঘটনা, ভূমিধ্বস/পাহাড়ধ্বস, অগ্নিকান্ড ইত্যাদি) এর সময় দায়িত্ব পালন করবে;

(৪) হাসপাতালে ছুটিকালীন অন্ত:বিভাগে পর্যাপ্ত পরিমানে ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকবে; এবং

(৫) মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/বিশেষায়িত হাসপাতালে ছুটিকালীন প্রয়োজনীয় সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

০৭/০৮/২০১৯

(মোঃ ইসমাইল হোসেন, এনডিসি)
যুগ্ম-সচিব
সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা
ফোনঃ ০২-৯৫৭৭৯৭৮

স্মারক নং-৪৫.১৫৫.১১৪.০০.০০.০১৪-২০১১-৫৪৪/১(১৪) তারিখঃ ০৭-০৮-২০১৯ খ্রিঃ

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরন করা হলো(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

১. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা(পরিপত্রটি সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণের অনুরোধ করা হল)।
২. পরিচালক(হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহ/পিএইচসি/এমআইসএ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৩. পরিচালক, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (সকল) ----------।
৪. পরিচালক বিশেষায়িত হাসপাতাল (সকল)----------।
৫. লাইন ডাইরেক্টর, সিবিএইচসি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৬. পরিচালক, জেনারেল হাসপাতাল (সকল)----------।
৭. বিভাগীয় পরিচালক, পরিচালক (স্বাস্থ্য) ----------।
৮. তত্ত্বাবধায়ক (সকল)----------।
৯. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১০. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১১. সিভিল সার্জন (সকল)----------।
১২. সিনিয়র কনসালটেন্ট, সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা।
১৩. উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা(সকল)----------।
১৪. সিষ্টেম এনালিষ্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (তাঁকে পত্রটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

০৭/০৮/২০১৯

(মোঃ ইসমাইল হোসেন, এনডিসি)
যুগ্ম-সচিব